রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, জুন ২০, ২০১৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

দুর্নীতি দমন কমিশন

প্রজ্ঞাপন

তারিখ : ০৬ আষাঢ় ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/২০ জুন ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

এস, আর, ও নং-২১০-আইন/২০১৯।—দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫নং আইন) এর ধারা ৩৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দুর্নীতি দমন কমিশন, রাষ্ট্রপতির পূর্বানুমোদনক্রমে, দুর্নীতি দমন কমিশন বিধিমালা, ২০০৭ এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিল, যথা :—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর—

(অ) দফা (ঘ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

(ঘ) ‘‘আদালত” অর্থ আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের এখতিয়ার সম্পন্ন কোন আদালত;”;

(আ) দফা (ঘ) এর পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঘঘ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

“(ঘঘ) ‘‘এজাহার” অর্থ আইনের তপশিলভুক্ত অপরাধ সংক্রান্ত তদন্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্যে অপরাধ সংঘটনের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নাম-পরিচয়, সংঘটনের স্থান, সময় ও বিষয়বস্তু এবং যে প্রকারে উহা সংঘটিত হইয়াছে, ইত্যাদি সংবলিত কমিশনের কর্মকর্তা কর্তৃক লিখিত ও কমিশনের জেলা কার্যালয়ে দাখিলকৃত প্রাথমিক বিবরণী বা এই বিধিমালার অধীন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত হইতে তদন্তের জন্য প্রেরিত অভিযোগ;”;

(ই) দফা (ছ) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (ছ) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(ছ) "তদন্ত" অর্থ কোন এজাহার কমিশনে বা কমিশনের কোন জেলা কার্যালয়ে গৃহীত ও তদন্ত রেজিস্টারে অন্তর্ভুক্ত হইবার পর সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বিচারার্থে মামলা দায়ের করিবার লক্ষ্যে সাক্ষ্য-প্রমাণাদি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে কমিশন বা কমিশন হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম;";

(ঈ) দফা (জ) এর প্রান্তস্থিত "এবং" শব্দটি বিলুপ্ত হইবে;

(উ) দফা (ঝ) এর

(ক) প্রান্তস্থিত দাঁড়ির পরিবর্তে সেমিকোলন প্রতিস্থাপিত হইবে এবং অতঃপর "এবং" শব্দটি সংযোজিত হইবে;

(খ) পর নিম্নরূপ নূতন দফা (ঞ) সংযোজিত হইবে, যথা :—

"(ঞ) ''সিনিয়র স্পেশাল জজ" অর্থ Criminal Law Amendment Act, 1958 (XV of 1958) এর section 4 এর sub-section(2) এর অধীন ঘোষিত সিনিয়র স্পেশাল জজ।";

(২) বিধি ৩ এর—

(অ) উপ-বিধি (৬) এর ''প্রস্তুতকৃত তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৭) এর ''প্রস্তুতকৃত তালিকা" শব্দগুলির পরিবর্তে "সুপারিশকৃত অভিযোগের তালিকা ও সংশ্লিষ্ট অভিযোগের কপি" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(৩) বিধি ৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৪। **থানায় দুর্নীতির অপরাধ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের।**—এই বিধিমালায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে কোন ব্যক্তি থানায় অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবে এবং সংশ্লিষ্ট থানা উক্ত অভিযোগটি প্রাপ্তির পর উহা Police Act, 1861 এর বিধানমতে সাধারণ

ডায়রীভুক্ত (general dariy) করিয়া আইন অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনধিক দুই কার্যদিবসের মধ্যে উহা কমিশন বহির্ভূত কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশনের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে এবং কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ক্ষেত্রে কমিশন বরাবরে প্রেরণ করিবে।";

(৪) বিধি ৬ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(১) বিধি ৩ এর উপ-বিধি (৮) ও (৯) এর অধীন সংশ্লিষ্ট কমিশনারের নিকট উপস্থাপিত অভিযোগসমূহের বিষয়ে কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।";

(৫) বিধি ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"৭। **অনুসন্ধান কার্যের সময়সীমা।**—(১) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অভিযোগ অনুসন্ধানের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে অনধিক পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবসের মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম-২ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদন নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে যদি কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে প্রতিবেদন দাখিল করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা উহার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত পঁয়তাল্লিশ কার্যদিবস সমাপ্ত হইবার পূর্বেই নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা বরাবর অতিরিক্ত সময় চাহিয়া আবেদন করিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে উক্ত নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট কমিশনার ও মহাপরিচালককে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া অনধিক ত্রিশ কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন—

(ক) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধান কার্যক্রমের তদারককারী কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তদারককারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তাহার সহিত আলোচনা করিয়া প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তদারককারী কর্মকর্তা তাহা সার্বক্ষণিক তদারকি করিবেন এবং সময়ে সময়ে কার্যনথিসহ কাগজপত্র পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক অনুসন্ধান

কার্যক্রমের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবেন ও অনুসন্ধান-নোটবহিতে লিখিতভাবে তাহাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে অনুসন্ধানকার্য সমাপ্ত না হইলে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট কমিশনারের মাধ্যমে কমিশন বরাবরে উপস্থাপন করিতে হইবে এবং কমিশন স্বীয় বিবেচনায় প্রয়োজনীয় সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবে অথবা যথাযথ বিবেচনা করিলে সময় নির্ধারণপূর্বক অপর একজন অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাকে অনুসন্ধানের জন্য দায়িত্ব প্রদান করিতে পারিবে।

(৫) এই বিধিতে বর্ণিত সময় বৃদ্ধির আবেদনে উল্লিখিত কারণ অগ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইলে অথবা অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা ইচ্ছাকৃতভাবে এই বিধি অনুসারে সময় বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হইতে বিরত থাকিলে তাহার বিরুদ্ধে অদক্ষতার কারণে কমিশনের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য চাকুরী বিধির আওতায় বিভাগীয় কার্যক্রম (departmental proceedings) গ্রহণ করা যাইবে এবং এইরূপ ক্ষেত্রে তদারককারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধেও অদক্ষতার কারণে বিভাগীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে।

(৬) এই বিধির অধীন অনুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা যখনই কোন অনুসন্ধান কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত অনুন্ধানের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম-৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং উহা প্রতিটি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(৭) এই বিধির অধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রত্যেক অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তা অনুসন্ধান কার্যক্রম ভিত্তিক তফসিলের ফরম-৯ অনুযায়ী অনুসন্ধান নোট বহি সংরক্ষণ করিবেন এবং তদারককারী কর্মকর্তা সময়ে সময়ে উহা পরীক্ষা করিবেন।";

(৬) বিধি ৯ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ৯ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"৯ক। **অনুসন্ধান কার্যক্রমের নিষ্পত্তি**।—(১) কমিশন, বিধি ৭ এর উপ-বিধি (১) এর অধীন উপস্থাপিত অনুসন্ধান প্রতিবেদন বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া, এজাহার দায়েরের জন্য উহার কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিবে বা, ক্ষেত্রমত, কার্যক্রমটি পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্তের পরও, কমিশন যে কোন সূত্র হইতে অতিরিক্ত কোন তথ্য প্রাপ্ত হইলে, অভিযোগটির বিষয়ে অধিকতর অনুসন্ধান করিতে কোন বাধা থাকিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কমিশন কর্তৃক এজাহার দায়েরের নির্দেশ প্রদান করা হইলে কিংবা কার্যক্রমটি পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হইলে উহা কমিশন কর্তৃক অনধিক দশ কার্যদিবসের মধ্যে অভিযোগকারীকে (যদি থাকে) এবং, ক্ষেত্রমত, যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়, বিভাগ, কর্তৃপক্ষ বা অফিস প্রধানের নিকট বিভাগীয় বিধি-বিধানমতে ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক কমিশনকে অবহিত করিবার অনুরোধ সহকারে রেজিস্ট্রিকৃত ডাকযোগে বা বাহক মারফত পত্রের মাধ্যমে অবহিত করিতে হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কেবলমাত্র পরিসমাপ্তির সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে যাহার বিরুদ্ধে অভিযোগ তাহাকে পূর্বোক্তভাবে জানাইতে হইবে।";

(৭) বিধি ১০ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১০ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"**১০। অপরাধের তদন্তকার্যক্রম গ্রহণ, সম্পন্ন ও প্রতিবেদন দাখিল।**—(১) এই বিধির অধীন—

(ক) কমিশনের প্রত্যেক জেলা কার্যালয় প্রত্যেক সিনিয়র স্পেশাল জজের অধিক্ষেত্রাধীন এলাকা ভিত্তিক একটি করিয়া তফসিলের ফরম -২ক অনুযায়ী তদন্ত রেজিস্টার সংরক্ষণ করিবে;

(খ) কমিশনের নির্দেশপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অপরাধ সংঘটনের স্থানীয় অধিক্ষেত্রসম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল জজের এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের জেলা কার্যালয়ে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনের তথ্য সংবলিত এজাহার দাখিল করিবেন;

(গ) সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয় সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজের এলাকার জন্য নির্ধারিত তদন্ত রেজিস্টারে এজাহারে বর্ণিত তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত করিবে এবং তদন্ত কার্যক্রমের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি সংরক্ষণ করিয়া তফসিলের ফরম-২খ সহ মূল এজাহারটি সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজের নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট সিনিয়র স্পেশাল জজ তদন্তের স্বার্থে কোন আদেশ প্রদানের প্রয়োজনে এবং তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তিসাপেক্ষে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য উক্ত এজাহার সংরক্ষণ করিবেন;

(ঙ) বিধি ১৩ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন সিনিয়র স্পেশাল জজ কর্তৃক প্রেরিত অভিযোগ সংশ্লিষ্ট এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত কমিশনের জেলা কার্যালয় প্রাপ্ত হইলে এই উপ-বিধির দফা (খ) এ বর্ণিত মতে ব্যবস্থাদি গ্রহণ করিবে;

(চ) কমিশন যে কোন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে তাহা হইলে সরাসরি এজাহার দায়েরের জন্য উহার সংশ্লিষ্ট কোন কর্মকর্তাকে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) তদন্তের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তদন্তের নির্দেশ প্রাপ্তির তারিখ হইতে আইনে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে তদন্তকার্য সমাপ্ত করিয়া তফসিলের ফরম-৪ এ বর্ণিত ছক অনুযায়ী তাহার প্রতিবেদন (সাক্ষ্য-স্মারক) নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তার নিকট দাখিল করিবেন।

(৩) এই বিধির অধীন——

(ক) তদন্তকারী কর্মকর্তার নিয়ন্ত্রণকারী কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট তদন্ত কার্যক্রমের তদারককারী কর্মকর্তা হইবেন;

(খ) তদন্তকারী কর্মকর্তা দায়িত্ব প্রাপ্তির পর তদারককারী কর্মকর্তা অনতিবিলম্বে তাহার সহিত আলোচনা করিয়া প্রাথমিক দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন;

(গ) তদন্তকারী কর্মকর্তা যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন করিতেছেন কিনা তদারককারী কর্মকর্তা তাহা সার্বক্ষণিক তদারকি করিবেন এবং সময়ে সময়ে কেস-ডকেট পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণপূর্বক তদন্ত কার্যক্রমের গতি-প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করিবেন ও লিখিতভাবে তাহাকে প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনা প্রদান করিবেন।

(৪) এই বিধিমালার অধীন কোন অভিযোগের তদন্তকার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তা দৈনন্দিন ভিত্তিতে তাহার তদন্তকার্যের অগ্রগতি সম্পর্কে ডায়েরী ফৌজদারী কার্যবিধি অনুযায়ী কেস ডায়েরী (case diary) প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করিবেন।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর অধীন প্রস্তুতকৃত ও সংরক্ষিত ডায়েরীর অনুলিপি অভিযোগনামা বা চূড়ান্ত প্রতিবেদন বিষয়ে কমিশনের অনুমোদনের জন্য প্রেরণের সময় উহার সহিত সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৬) এই বিধির অধীন তদন্তকারী কর্মকর্তা যখনই কোন তদন্ত কাজের উদ্দেশ্যে তাহার কার্যালয় হইতে বাহির হইবেন তখনই তিনি উক্ত তদন্তের বিষয়টি সংক্ষিপ্ত আকারে তফসিলের ফরম-৭ অনুযায়ী প্রস্তুতকৃত সংশ্লিষ্ট কার্যালয়ে রক্ষিত রেজিস্টারে লিপিবদ্ধ করিবেন এবং ইহা প্রতিটি তদন্তের ক্ষেত্রে দৈনন্দিন ভিত্তিতে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।";

(৮) বিধি ১৩ এর—

(অ) উপ-বিধি (১) এর ''উপযুক্ত আদালতে" শব্দগুলির পরিবর্তে ''সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৩)-এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"তবে শর্ত থাকে যে, যদি কোন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আইনের তপসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া বিশ্বাস করিবার মত যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে এবং উক্ত অপরাধ সংঘটন বিষয়ে ইতিপূর্বে অভিযোগকারীর দাখিলকৃত অভিযোগের ভিত্তিতে কমিশন তদন্ত কার্যক্রমে অগ্রসর না হইবার সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত ছিল না সেই ক্ষেত্রে উক্ত আদালত অভিযোগটি গ্রহণ করিয়া তদন্তের জন্য কমিশনকে নির্দেশসহ অভিযোগটি এবং অভিযোগের সমর্থনে দাখিলকৃত কাগজপত্র, যদি থাকে, কমিশনে বা, ক্ষেত্রমত, কমিশনের সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়ে প্রেরণ করিবে।";

(৯) বিধি ১৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"১৪। **অভিযোগ দাখিলের ক্ষেত্রে কমিশনের অনুমোদন আবশ্যক নহে।**—আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধের বিষয়ে কমিশনের কোন কার্যালয়, থানা বা সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে অভিযোগ দাখিল করিবার ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন আবশ্যক হইবে না।";

(১০) বিধি ১৫ এর—

(অ) উপ-বিধি (২) বিলুপ্ত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৪) এর ''উপযুক্ত আদালতে'' শব্দগুলির পরিবর্তে ''সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১১) ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনামের ''সহায়-সম্পত্তি ঘোষণা" শব্দগুলির পর '', অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক ইত্যাদি" শব্দগুলি ও কমা বিলুপ্ত হইবে;

(১২) বিধি ১৭ এর—

(অ) উপ-বিধি (২) এর ''সাত কার্যদিবসের" শব্দগুলির পরিবর্তে ''একুশ কার্যদিবসের" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(আ) উপ-বিধি (৩) এর ''উপ-পরিচালকের" শব্দগুলির পরিবর্তে ''আদেশে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) উপ-বিধি (৪) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (৪) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :—

"(৪) উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হইলে সংশ্লিষ্ট আদেশে স্বাক্ষরকারী কর্মকর্তা উক্ত একুশ কার্যদিবসের ধারাবাহিকতায় কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিয়া অতিরিক্ত অনধিক পনের কার্যদিবস পর্যন্ত সময় বৃদ্ধি করিতে পারিবেন।";

(ঈ) উপ-বিধি (৬) এর ''পূর্বানুমোদন গ্রহণ করিয়া মামলা" শব্দগুলির পরিবর্তে ''নির্দেশক্রমে এজাহার" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(এ) উপ-বিধি (৭) এর ''জ্ঞাত আয় বহির্ভূত" শব্দগুলির পর ''সম্পদ" শব্দ সন্নিবেশিত হইবে এবং ''উহার পরবর্তী কার্যক্রম স্থগিত" শব্দগুলির পরিবর্তে ''অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্ত" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(১৩) বিধি ১৭ এর পর নিম্নরূপ নূতন অধ্যায় ও শিরোনাম সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"ষষ্ঠ-ক অধ্যায়

অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ ও ক্রোক, ইত্যাদি";

(১৪) বিধি ১৮ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৮ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা :―

"১৮। **অপরাধলব্ধ সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ।**―(১) কমিশন কর্তৃক গৃহীত কোন কার্যক্রমের যে কোন পর্যায়ে, যদি কমিশনের নিকট যুক্তিসঙ্গাতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, কোন ব্যক্তি আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটন করিয়াছেন, তাহা হইলে কমিশন উহার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তাকে উক্ত ব্যক্তির অপরাধলব্ধ বা, ক্ষেত্রমত, জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গাতিপূর্ণ সম্পত্তি, যাহা উক্ত ব্যক্তির নিজ নামে বা তাহার পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তির নামে বা দখলে থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (attachment) আদেশ চাহিয়া এখতিয়ারসম্পন্ন সিনিয়র স্পেশাল জজ আদালতে বা, ক্ষেত্রমত, বিচারিক স্পেশাল জজ আদালতে আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যদি সুনির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত বা সনাক্তকরণ যোগ্য না হওয়ার কারণে বা অন্য কোন কারণে উপরে বর্ণিত সম্পত্তি অবরুদ্ধ (freezing) বা ক্রোক (attachment) করা সম্ভব না হয়, তাহা হইলে উপরে বর্ণিত ব্যক্তির, যতদূর সম্ভব, সমমূল্যের অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (freezing) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোকের (attachment) জন্য উপরে বর্ণিত আবেদন করার ক্ষমতা প্রদান করা যাইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট আদালতে লিখিত আবেদনে অন্যান্য বিবরণের সহিত নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিবেন, যথা:―

(ক) অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশের নিমিত্ত সম্পত্তির অবস্থান, পরিমাণ ও আনুমানিক মূল্যসহ পূর্ণ বিবরণ;

(খ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নাম-পরিচয়সহ আইনের তপসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনে তাহার সংশ্লিষ্টতা ও তাহার মাধ্যমে উক্ত সম্পত্তি অর্জিত হওয়ার বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত সম্পত্তি তাহার জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গাতিপূর্ণ হওয়ার দাবির সপক্ষে যুক্তি ও প্রাথমিক প্রমাণাদি;

(গ) অপরাধলব্ধ বা জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তির পরিবর্তে অন্য সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আবেদন করা হইলে পূর্বোক্ত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক করা সম্ভব না হওয়ার যুক্তিসঙ্গত কারণ;

(ঘ) প্রার্থীত আবেদন মোতাবেক আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা না হইলে অভিযোগ, বিধিমালার অধীন গৃহিত কোন কার্যক্রম বা, ক্ষেত্রমত, মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বেই সম্পত্তিটি অন্যত্র হস্তান্তর বা বেহাত হইবার আশংকা রহিয়াছে মর্মে একটি বিবৃতি।

(৩) আদালত, উপ-বিধি (১) এর অধীন আবেদন প্রাপ্তির পর, আবেদনে উল্লিখিত বিষয় বিশ্বাস করিবার মত আপাতদৃষ্টে (*prima facie*) ভিত্তি নাই বলিয়া মনে না করিলে, অবিলম্বে আবেদনে উল্লিখিত সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ (freeze) বা, ক্ষেত্রমত, ক্রোক (attach) করিবার আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) এই বিধির অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকের জন্য আদালত আদেশ প্রদান করিলে আদেশ কার্যকর থাকাকালীন, আদালত কর্তৃক ভিন্নরূপ কোন আদেশ প্রদান করা না হইলে, উক্ত সম্পত্তি কোনভাবে বা প্রকারে অন্যত্র হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়যুক্ত করা যাইবে না।

(৫) উপ-বিধি (৪) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়যুক্ত করা হইলে, বিধি ১৮ঙ এর বিধান অনুযায়ী চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাপেক্ষে উহা অবৈধ ও অকার্যকর বা, ক্ষেত্রমত, অবমুক্ত হইবে।

(৬) উপ-বিধি (৪) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তির ব্যাংক একাউন্ট অবরুদ্ধকরণ আদেশ কার্যকর থাকা অবস্থায় উক্ত আদেশে ভিন্নরূপ উল্লেখ না থাকিলে, উক্ত ব্যক্তি প্রাপ্য হইয়াছে এইরূপ সমুদয় অর্থ তাহার অবরুদ্ধ ব্যাংক একাউন্টে জমা করা যাইবে।";

(১৫) বিধি ১৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন বিধি ১৮ক, ১৮খ, ১৮গ, ১৮ঘ ও ১৮ঙ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"১৮ক। **অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশ জারি** ।—(১) বিধি ১৮ এর অধীন কোন অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করা হইলে আদালত অবিলম্বে সম্পত্তির পূর্ণ বিবরণসহ উহার হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়যুক্ত করণ নিষিদ্ধ করিয়া আদেশটি সর্বসাধারণের অবগতির জন্য কমিশনের ব্যয়ে বহুল প্রচারিত ১(এক)টি বাংলা ও ১(এক)টি ইংরেজি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি আকারে প্রচার করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর বিধানের অতিরিক্ত হিসাবে আদালত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ জারির জন্য, ক্ষেত্রমত, নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে, যথা :—

(ক) স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করা হইলে উহার হস্তান্তর বা লেনদেন বা দায়যুক্ত করা নিষিদ্ধকরণ সংবলিত ক্রোকের আদেশের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও সাব-রেজিস্ট্রারের নিকট প্রেরণ করিবে এবং আদেশটি কমিশনের ব্যয়ে বিজ্ঞপ্তি আকারে লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সম্পত্তির প্রকাশ্য স্থানে স্থায়ীভাবে সংযুক্ত করিবে;

(খ) কোন ব্যাংক একাউন্ট বা লকার অবরুদ্ধ করা হইলে উহার লেনদেন স্থগিত রাখিবার নির্দেশ সংশ্লিষ্ট ব্যাংক-ম্যানেজারের নিকট প্রেরণ করিবে;

(গ) কোন প্রকার শেয়ার, ডিবেঞ্চার বা স্টক ক্রোক করা হইলে উহার এবং উহার লভ্যাংশ হস্তান্তর, লেনদেন বা দায়যুক্ত করণ নিষিদ্ধ করিয়া উহার আদেশ সংশ্লিষ্ট স্টক এক্সচেঞ্জ এবং সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জেস কমিশন কর্তৃপক্ষের এবং, ক্ষেত্রমত, যৌথমূলধন কোম্পানী ও ফার্মসমূহের নিবন্ধকের নিকট প্রেরণ করিবে;

(ঘ) ইঞ্জিনচালিত কোন প্রকার আকাশযান, জলযান বা স্থলযান ক্রোক করা হইলে উহার হস্তান্তর, লেনদেন বা দায়যুক্তকরণ ও, ক্ষেত্রমত, চলাচল নিষিদ্ধ করিয়া আদেশটি সংশ্লিষ্ট পুলিশ কর্তৃপক্ষসহ, ক্ষেত্রমত, সিভিল এ্যাভিয়েশন কর্তৃপক্ষ, সংশ্লিষ্ট বন্দর কর্তৃপক্ষ, সমুদ্র অধিদপ্তর কর্তৃপক্ষ, মার্কেন্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট বা সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ বরাবর প্রেরণ করিবে;

(ঙ) অন্য কোন প্রকার সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকরের জন্য যে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষের প্রতি যথাযথ নির্দেশ প্রদান করিবে;

(চ) উপরে বর্ণিত ব্যবস্থাদি ছাড়াও যে কোন প্রকার সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ কার্যকরের জন্য প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত যে কোন প্রকার আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

১৮খ। অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোকাদেশের মেয়াদ।—(১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন প্রদত্ত অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ, পূর্বে প্রত্যাহার না হইয়া থাকিলে, বিধি ১৮ঙ এর বিধানাবলি সাপেক্ষে, অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে প্রদত্ত আদেশের ক্ষেত্রে দুইশত সত্তর কার্যদিবস পর্যন্ত, যদি না ইতোমধ্যে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইয়া থাকে অথবা কমিশনের বা কমিশনের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার আবেদনে আদালত যুক্তিসঙ্গত বিবেচনায় মেয়াদ বৃদ্ধি করে, বহাল থাকিবে।

(২) বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গৃহীত হইলে মামলার চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্ব পযর্ন্ত উহা বহাল থাকিবে।

১৮গ। অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির জন্য রিসিভার (Receiver) নিয়োগ।—(১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধ বা ক্রোক করা হইলে, কমিশনের নিকট হইতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্তরূপ সম্পত্তির সম্পূর্ণ বা আংশিক নিয়ন্ত্রণ, ব্যবস্থাপনা, তদারকি বা অন্য কোনভাবে নিষ্পত্তির জন্য, আদালত, স্বীয় বিবেচনায়, যেইরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ শর্তে কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে উক্ত সম্পত্তির রিসিভার (Receiver) নিয়োগ করিতে পারিবে; এবং এইরূপ রিসিভার নিয়োগ করা হইলে Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908) এর First Schedule এর Order XL এর Rule 2, 3 ও 4 এর বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত রিসিভার সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি, কৃষি জমি হইলে চাষাবাদক্রমে, বাড়ি বা ফ্ল্যাট হইলে ভাড়া প্রদানক্রমে, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা বাণিজ্যিক যানবাহন হইলে পরিচালনার ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে ব্যবস্থাপনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন এবং আয়-ব্যয়ের হিসাব বাৎসরিক ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করিবেন।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন নিযুক্ত রিসিভার যথাযথভাবে সম্পত্তি রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করিতেছেন কিনা তাহা কমিশন পর্যবেক্ষণ ও তদারকি করিবে।

১৮ঘ। **অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি তৃতীয়পক্ষ দাবিদারের অনুকূলে অবমুক্তকরণ** ।—(১) বিধি ১৮ এর উপ-বিধি (৩) এর অধীন আদালত কোন সম্পত্তি অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ প্রদান করিলে, বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তির উক্ত সম্পত্তিতে কোন স্বার্থ থাকিলে তিনি উহা ফেরত পাইবার জন্য অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক আদেশ পত্রিকায় প্রচারের তারিখ হইতে ত্রিশ দিনের মধ্যে আদালতে আবেদন করিতে পারিবেন।

(২) উপ-বিধি (১) এর অধীন কোন ব্যক্তি আদালতে আবেদন করিলে আবেদনপত্রের সহিত প্রমাণাদিসহ নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি উল্লেখ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) আইনের তফসিলভুক্ত কোন অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে উক্ত সম্পত্তি অর্জিত নয়;

(খ) আবেদনকারী প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আইনের তফসিলভুক্ত উক্ত অপরাধের সাথে সম্পৃক্ত নন;

(গ) আবেদনকারী বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নমিনী নন বা সংশ্লিষ্ট উক্ত ব্যক্তির পক্ষে কোন দায়িত্ব পালন করিতেছেন না;

(ঘ) অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কোন স্বত্ব, স্বার্থ বা মালিকানা নাই; এবং

(ঙ) অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তিতে আবেদনকারীর নিজ স্বত্ব, স্বার্থ ও মালিকানা রহিয়াছে।

(৩) উপ-বিধি (১) এর অধীন সম্পত্তি ফেরত পাইবার জন্য কোন আবেদনপ্রাপ্ত হইলে আদালত আবেদনকারী, কমিশন ও বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সুযোগ প্রদান করিয়া শুনানি অন্তে, প্রয়োজনীয় কাগজাদি পর্যালোচনাক্রমে উপ-বিধি (১) এর অধীন দাখিলকৃত আবেদন সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে সম্পত্তিটি বা উহার অংশবিশেষ অবরুদ্ধকরণ বা ক্রোক হইতে অবমুক্ত করিয়া আদেশে উল্লিখিত নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, আবেদনকারীর অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

১৮ঙ। অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।—(১) আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির সিদ্ধান্তে উপনীত হইলে অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি হইতে বাজেয়াপ্তির আদেশ পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর করা সম্ভব না হইলে অবশিষ্ট অংশ বাবদ উক্ত ব্যক্তির অন্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির আদেশ প্রদান করা যাইবে।

(৩) আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধের বিচারের ক্ষেত্রে আদালত বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরূদ্ধে অর্থদণ্ড প্রদান করিলে উহা অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি হইতে, যদি বাজেয়াপ্তির আদেশ কার্যকরের পর অবশিষ্ট থাকে, অবরুদ্ধকরণ, ক্রোক ও নিলামবিক্রির ব্যয় আদায়যোগ্য হইবে।

(৪) উপ-বিধি (১) ও (৩) এর বিধান অনুযায়ী বাজেয়াপ্তি কার্যকর ও অর্থদণ্ড আদায়ের পর অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তির কোন অংশ অবশিষ্ট থাকিলে উহা আদালত অবমুক্ত করিয়া বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

(৫) আদালত বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ আমলে গ্রহণ না করিবার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে বা বিচারে তাহার বিরুদ্ধে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির বা অর্থদণ্ডের আদেশ প্রদান না করিলে অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি অবমুক্ত করিয়া উক্ত ব্যক্তির অনুকূলে হস্তান্তরের আদেশ প্রদান করিবে।

(৬) কমিশন প্রাথমিক সত্যতা না পাওয়ার কারণে বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিসমাপ্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে উক্ত ব্যক্তির অবরুদ্ধকৃত ও ক্রোককৃত সম্পত্তি (যদি থাকে) অবমুক্তির সুপারিশ করিয়া উক্ত সিদ্ধান্তের অনুলিপি সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করিবে এবং এইরূপ সুপারিশ সহকারে সিদ্ধান্তপ্রাপ্ত হইলে আদালত উক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত করিবার আদেশ দিতে পারিবে।

(৭) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, বিধি ১৮ এ বর্ণিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির বিরুদ্ধে কমিশনের গৃহীত কোন কার্যক্রম বা মামলা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির পূর্বে কেবলমাত্র তাহার মৃত্যুজনিত কারণে পরিচালিত কোন কার্যক্রম সমাপ্ত বা বন্ধ হইয়া গেলে তাহার অবরুদ্ধকৃত বা ক্রোককৃত সম্পত্তি স্বয়ংক্রিয়ভাবে অবমুক্ত হইবে না।

(৮) উপ-বিধি (৭) এর ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির মৃত্যুর এক বছরের মধ্যে তাহার উত্তরাধিকারীর বা উত্তরাধিকারীগণের দাখিলকৃত আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত কমিশনকে সুযোগ দিয়া শুনানী অন্তে উক্ত সম্পত্তি আইনের তফসিলভুক্ত অপরাধ সংঘটনের মাধ্যমে অর্জিত নয় বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত ব্যক্তির জ্ঞাত আয়ের উৎসের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ নয় বলিয়া সন্তুষ্ট হইলে অবমুক্ত করিতে পারিবে, অন্যথায় উক্ত সম্পত্তি রাষ্ট্রের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হিসাবে গণ্য হইবে।

(৯) এই বিধির অধীন—

(ক) বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তি কোন ব্যাংক একাউন্টে বা লকারে রক্ষিত অর্থ বা স্বর্ণ, রৌপ্য, ইত্যাদি মূল্যবান বস্তু বা মণি-মুক্তা বা সঞ্চয়পত্র বা বন্ড হইলে বাংলাদেশ ব্যাংক তাহা রাষ্ট্রের পক্ষে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবে এবং সরকারি বিধি-বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করিবে;

(খ) বাজেয়াপ্তকৃত অন্যান্য স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি যে জেলায় অবস্থিত সেই জেলার জেলা প্রশাসক রাষ্ট্রের পক্ষে দখল ও নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করিবেন এবং সরকারি বিধি-বিধান মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা করিবেন;

(গ) কোন সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইলে দফা (ক) বা (খ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আদালত বাংলাদেশ ব্যাংক বা, ক্ষেত্রমত, সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসকের বরাবরে সংশ্লিষ্ট বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির বিবরণসহ আদেশের কপি প্রেরণ করিবে।";

(১৬) বিধি ২০ এর উপ-বিধি (১) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ উপ-বিধি (১) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

(অ) "(১) আইনের ধারা ১৯ এর উপ-ধারা (১) এ প্রদত্ত অনুসন্ধান বা তদন্তকার্যে কমিশন বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব আইনের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি অনুসরণ করিবে।";

(আ) উপ-বিধি (২) এ উল্লিখিত ''শপথের মাধ্যমে" শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে এবং ''পরোয়ানা" শব্দের পরিবর্তে ''নোটিশ" শব্দটি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(ই) উপ-বিধি (৩) এর টেবিলের ক্রমিক (ক) এর কলাম (২) এ উল্লিখিত ''সমন'' শব্দের পরিবর্তে ''প্রতি নোটিশ'' শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে এবং ''শপথের মাধ্যমে'' শব্দগুলি বিলুপ্ত হইবে; এবং

(ঈ) উপ-বিধি (৩) এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধি (৪) সংযোজিত হইবে, যথা :—

''(৪) কোন অভিযোগের অনুসন্ধান বা মামলার তদন্তকার্যে নিয়োজিত কমিশনের অনুসন্ধানকারী বা তদন্তকারী কর্মকর্তা উক্ত অনুসন্ধান বা তদন্তের প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হইতে Banker's Books Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর অধীন সংজ্ঞায়িত ব্যাংকার্স বুকস (Banker's Books) বা আয়কর অফিস হইতে প্রয়োজনীয় ও প্রাসঙ্গিক আয়কর রিটার্ন, বিবরণী, হিসাব, সাক্ষ্য প্রমাণ, এ্যাসেসমেন্ট নথি, দলিলপত্র আইন ও এই বিধিমালার বিধান মোতাবেক উদঘাটন, পরীক্ষা, জব্দ বা উহার অনুলিপি তলব করিতে পারিবে।''।

(১৭) তফসিলের ফরম -২ এর পর নিম্নরূপ নূতন ফরম ২ক ও ফরম-২খ সন্নিবেশিত হইবে, যথা :—

"ফরম -২ক

তদন্তকার্য রেজিস্টার

[বিধি ১০ (১) (ক) দ্রষ্টব্য]

জেলা/মহানগরের নাম...........................

সন............................

দুদক তদন্ত নম্বর:	এজাহার/অভিযোগ প্রাপ্তির তারিখ ও সময়:	এজাহারকারীর নাম, পদবি ও ঠিকানা:	আদালতে অভিযোগকারীর নাম ও ঠিকানা এবং আদালতের মামলা নম্বর:	অপরাধের ধারা ও অপরাধ সংশ্লিষ্ট সম্পদের পরিমাণ:	অপরাধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:	অপরাধ সংঘটনের স্থান ও সময়কাল:	এজাহারভুক্ত আসামীদের নাম ও ঠিকানা:	তদন্তকারী কর্মকর্তার নাম, পদবি ও ঠিকানা:	তদন্তের ফলাফল ও অনুমোদনের তারিখ:	তদন্ত প্রতিবেদন (চার্জশীট/চূড়ান্ত প্রতিবেদন) এর নম্বর, তারিখ এবং দাখিলকারী কর্মকর্তার নাম, পদবী ও ঠিকানা:	চার্জশীটভুক্ত আসামীদের নাম, পরিচয় ও ঠিকানা:	অধিকতর তদন্তের ফলাফল, প্রতিবেদনের নম্বর ও তারিখ:	স্পেশাল জজ আদালতের মামলার নম্বর ও তারিখ:	হাইকোর্ট বিভাগে মামলার নম্বর ও ফলাফল:	আপীল বিভাগে মামলার নম্বর ও ফলাফল:	সাজা কার্যকর সম্পর্কিত তথ্য:	মন্তব্য (যদি থাকে):
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮

নোট: খ্রিষ্টিয় সনভিত্তিক তদন্ত দিতে হইবে এবং এজাহার অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে।

ফরম-২খ

তদন্ত কার্যের প্রাথমিক তথ্য

[বিধি ১০ (১) (গ) দ্রষ্টব্য]

দুদক তদন্ত নং................................ জেলা/মহানগর................................

নং- .... ঘটনার সময়কাল : ....

এজাহার দাখিলের তারিখ ও সময়	ঘটনার স্থান	লিপিবদ্ধকারী কার্যালয়ের নামসহ প্রেরণের তারিখ

এজাহারকারী/আদালতে অভিযোগকারীর নাম	আসামীর নাম, পরিচয় ও ঠিকানা	ধারাসহ অপরাধ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	তদন্তকারীর নাম,পদবী ও ঠিকানা	মন্তব্য

(এজাহারের/আদালত হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের মূল কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)

লিপিবদ্ধকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর.....................

সীল ....

নোট: ১। অপ্রযোজ্য অংশ কাটিয়া দিতে হইবে।

২। আদালত হইতে প্রাপ্ত অভিযোগের সূত্র মন্তব্য কলামে উল্লেখ করিতে হইবে।’’;

(১৮) ফরম-৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ ফরম-৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"ফরম-৫

সম্পদ বিবরণী

[বিধি ১৭(১) দ্রষ্টব্য]

দুর্নীতি দমন কমিশন
কার্যালয়ের নাম -
ঠিকানা -

স্মারক নং তারিখঃ

সূত্র : দুর্নীতি দমন কমিশন প্রধান কার্যালয়ের স্মারক নং .... তারিখ ....

আদেশ

সূত্রে বর্ণিত স্মারকে আদিষ্ট হইয়া জানানো যাইতেছে যে,

যেহেতু প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অনুসন্ধান করিয়া দুর্নীতি দমন কমিশনের স্থির বিশ্বাস জন্মাইয়াছে যে, আপনি জনাব/বেগম .... আপনার জ্ঞাত আয়ের বহির্ভূত স্বনামে/বেনামে বিপুল পরিমাণ সম্পদ/ সম্পত্তির মালিক হইয়াছেন।

সেহেতু, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন, ২০০৪ (২০০৪ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (১) দ্বারা অর্পিত ক্ষমতাবলে আপনি জনাব/বেগম.. কে আপনার নিজের, আপনার স্ত্রীর/স্বামীর, আপনার উপর নির্ভরশীল ব্যক্তিবর্গের স্বনামে/ বেনামে অর্জিত যাবতীয় স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি, দায়-দেনা, আয়ের উৎস ও উহা অর্জনের বিস্তারিত বিবরণী অত্র আদেশ প্রাপ্তির ২১ (একুশ) কার্যদিবসের মধ্যে এতদ্‌সঙ্গে প্রেরিত ছকে নিম্নস্বাক্ষরকারীর বরাবরে দাখিল করিতে নির্দেশ দেওয়া যাইতেছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পদ বিবরণী দাখিল করিতে ব্যর্থ হইলে অথবা মিথ্যা বিবরণী দাখিল করিলে উপরি-উক্ত আইনের ধারা ২৬ এর উপ-ধারা (২) মোতাবেক আপনার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

সংযুক্ত: বর্ণনামতে।

আদেশ জারিকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর
নাম -
পদবি -
দপ্তর -

প্রাপক : ....
....
....";

(১৯) ফরম-৬ এ উল্লিখিত ''৭ (সাত)'' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দের পরিবর্তে ''২১ (একুশ)'' সংখ্যা, বন্ধনী ও শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(২০) তফসিলে ফরম-৮ এর পর নিম্নরূপ নূতন ফরম-৯ সংযোজিত হইবে, যথা :—

"ফরম-৯

[বিধি ৭ (৭) দ্রষ্টব্য]

অনুসন্ধান নোট বই

১। অনুসন্ধান অনুমতির সূত্র:

২। অনুসন্ধানের জন্য প্রাপ্তির তারিখ:

৩। অভিযোগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:

৪। অভিযোগ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নাম ও ঠিকানা:

৫। তারিখ ভিত্তিক সম্পাদিত কার্যক্রম:

৬। অনুসন্ধান প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ:

৭। অনুসন্ধান প্রতিবেদনে উল্লিখিত চূড়ান্ত প্রস্তাব:

৮। কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত ও চূড়ান্ত ফলাফল:"।

দুর্নীতি দমন কমিশনের আদেশক্রমে

মুহাম্মদ দিলোয়ার বখ্‌ত
সচিব।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd